তারিখ 22 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

ভোরের কাগজ

তথ্য প্রযুক্তির শিক্ষা প্রয়োগ এবং দুর্নীতি

মোহাম্মদ কায়কোবাদ

বেশির ভাগ সময়ই দেখা যায় আমরা কোনো বাজ ওয়ার্ডকে নিয়ে নেহায়েত বাহ্যিক এবং আন্তরিকতাশূন্যভাবে তৎপর হয়ে উঠি। যেকোনো নতুন কিছু শুরু করায় আমাদের উৎসাহের অন্ত নেই, অবশ্যি লক্ষ্যও স্থির নেই। যার ফলে অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবে, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কিছু লোক দেখানো কর্মকাণ্ডে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি, যার মিডিয়া কাভারেজ বেশ ভালোই হয়। তবে দেশ ও জাতির কল্যাণে তেমন কিছু অর্জিত হয় না। তথ্য প্রযুক্তি নিয়েও গত ১৫/২০ বছর যাবৎ আমাদের নানা উদ্যোগ লক্ষণীয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে সারবত্তাহীন ফলাফলও।

একবার আমাদের মনে হলো বছরে ১০ হাজার প্রোগ্রামার তৈরি করতে পারলে ভারতীয় সাফল্যের পুনরাবৃত্তি ঘটানো যাবে। কিন্তু ১০ হাজার প্রোগ্রামার তৈরির জন্য যে শিক্ষা কর্মসূচি দরকার, ল্যাবরেটরিসহ অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো দরকার, সর্বোপরি শিক্ষক দরকার— এ বিষয়টি আমাদের ভাবনার মধ্যেই রইলো না। কোনো না কোনোভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে পাশ কাটিয়ে বিকট সাফল্য লাভের অত্যুৎসাহে আমরা নিমজ্জিত রইলাম। এখনো তাই করছি। এখনো আমাদের ধারণা, স্কুল-কলেজে কিছু কম্পিউটার পাঠালেই আমাদের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা অসম্ভব সাধন করে ফেলবে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বেও আমাদের এরকম মনে হয়েছিল; পশ্চিম পাকিস্তানিদের যাঁতাকলে পড়ে আমরা ঠিকমত আগাতে পারছি না, আমাদের বিকাশ হচ্ছে না। কিন্তু এতো প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার ৩০ বছর পরও নিঃসন্দেহে বলতে পারি আমরা আমাদের দেশকে যথাযথ লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারিনি।

তথ্য প্রযুক্তির সুফল লাভের জন্য খুব দ্রুতগতিতে আমরা স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষা চালু করলাম যদিও তখনো আমরা কম্পিউটারের শিক্ষক তৈরি করতে পারিনি। কলেজেও শুরু করলাম পড়ানোর শিক্ষক তৈরি করার আগেই। এবং এভাবেই আমাদের বিভিন্ন তৎপরতা চলছে তেমন কোনো যুক্তি-বুদ্ধির তোয়াক্কা না করেই।

কিছুদিন আগে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাছাই করা কিছু স্কুল-কলেজে কম্পিউটার দেয়ার নামে কম্পিউটার ক্রয় শুরু হয়ে গেলো। তার দুয়েকটি কমিটিতে থাকার সৌভাগ্য/দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল। কম্পিউটার কিনে স্কুল-কলেজে পাঠাতে পারলেই বাংলাদেশকে এক ধাপ এগিয়ে দেওয়া গেলো, এর পেছনে যে পরিকল্পনা থাকবে কম্পিউটারটি দিয়ে কি হবে, কে চালাবে তা নেই। সঙ্গে কোনো সফটওয়্যারও নেই যে স্কুল-কলেজের অন্তত কিছু তথ্য সংগ্রহ করে তার থেকে কিছু পরিসংখ্যান বের করে নিয়ে আসা যায়। এরকম অনেক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, কোটি কোটি টাকার কম্পিউটার এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে, যার থেকে ফল অশ্বডিম্বের বেশি কিছু হবে না, যেহেতু ক্রয় শেষ হলেই এই জাতীয় প্রকল্পকে সফল ধরা হয়। সুতরাং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরও আর আগ্রহ থাকে না। জবাবদিহিতার অভাবে দরিদ্র ভাই দেশে কোটি কোটি টাকা অপচয়ের সংস্কৃতি জোরদার হচ্ছে।

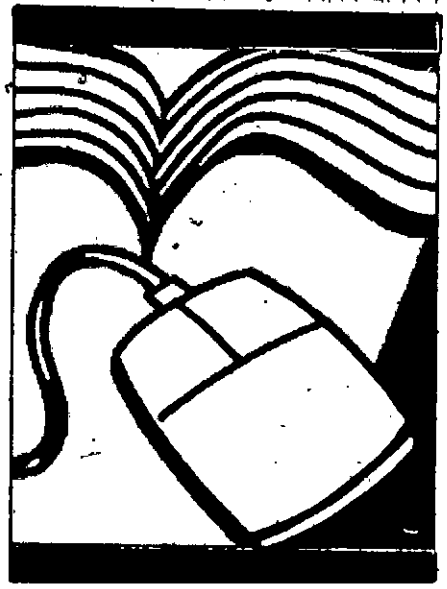

এখন অবশ্যি আবার শোনা যাচ্ছে স্কুল-কলেজে ১০ হাজার কম্পিউটার দেওয়া হবে। এই ক্রয়ের শেষ নেই। ক্রয়ের পর আবার নতুন মডেল বাজারে আসবে। দরিদ্র বাঙালির আবার পুরোনো মডেলে চলে না, সবসময় নতুন মডেল চাই, কাজ করতে পারুক আর না পারুক। পাশের দেশে গেলে বোঝা যায়, একটি কম্পিউটারকে তারা কিভাবে চিপে ব্যবহার করছে। ছাত্রদের শেখার জন্য যদি ১০ হাজার কম্পিউটার দেওয়ার ইচ্ছা থাকে, তা হলে কমপক্ষে ১০ হাজার শিক্ষককে যথাযথ প্রশিক্ষণ আগে দিতে হবে। যখন কম্পিউটারগুলো স্কুল-কলেজে পৌছুবে তখন সেখানে যেন যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকেন। ক্রয়সর্বস্ব প্রকল্প নিয়ে সংশ্লিষ্ট কিছু নাগরিকের পার্থিব প্রাপ্তি ঘটতে পারে; দেশ, জনগণের, জাতির পার্থিব কিংবা অপার্থিব কোনো প্রাপ্তিই ঘটবে না। কয়েকদিন আগে Bangla-ICT গ্রুপে দেখলাম প্রায় ৬০ কোটি কম্পিউটার ফেলে দেওয়া হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার স্কুলগুলো তার থেকে ৪ হাজার পেয়েও গেছে। আমরা তো দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কোনো দিকেই উন্নত নই। আমরা পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোর একটি। আমাদের ঐ কম্পিউটারগুলো নিতে অসুবিধা কি।

পাশ্ববর্তী ভারতে ইতোমধ্যে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগে বেশ কিছু সফলতা এসেছে। বছর দুয়েক আগে দক্ষিণাঞ্চলীয় কোনো রাজ্যের FRIENDS নামের একটি প্রকল্প সম্পর্কে পড়েছিলাম। বিভিন্ন সরকারি সেবার ফি, স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি একটি স্থানে অল্প সময়েই দেওয়া যায়। এর ফলে নাগরিকদের যে সময় বাঁচে তা দিয়ে নিশ্চয়ই তারা কল্যাণকর কিছু করতে পারে। এবার ব্যাঙ্গালোরের ১৮ কিলোমিটার দূরে বেলান্দুর গ্রামে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজে তারা e-governance ব্যবহার করছে। পাঁচটি গ্রামের ১০ হাজার মানুষ মিলে হয়েছে গ্রাম-পঞ্চায়েত, তারা এখন বিভিন্ন তথ্য ঠিক ঠিক জানে। এই স্বচ্ছতার ফলে দুর্নীতিও নাকি বেশ কমে গেছে। তাদের এই উদ্যোগ শুরু হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন দুর্নীতি কমেছে, একই সঙ্গে প্রশাসনিক জটিলতার সময়ক্ষেপণও কমেছে। ধনী কৃষকদের দেওয়া তিনটি কম্পিউটার দিয়ে এখন গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি মুহূর্তের মধ্যে বের করে দিতে পারে। সফটওয়্যার দিয়ে এখন তারা সম্পত্তির মালিকানা, কর, জন্ম-মৃত্যুর তথ্য সবই সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ করছে। জমির রেজিস্ট্রেশন করা এখন 'মুহূর্তেই' সম্ভব, আগে যখন এটা করতে ৭/১০ দিন সময় লাগতো।

> **লক্ষ্য আগে স্থির করতে হবে। কোনো প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য যেন ক্রয়ের পরে মুখ থুবড়ে না পড়ে। অনুরূপভাবে স্কুল-কলেজে হাজার হাজার কম্পিউটার সরবরাহ করার আগে যেন লক্ষ্য অর্জনের সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি। কম্পিউটারগুলো স্কুল-কলেজে পৌছার আগেই যেন যথাযথ বিষয়ে শিক্ষককে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে করে যন্ত্রটির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হতে পারে।**

অতি সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি বড়ো দেশের সাতটি মূল খাতে জরিপ চালানো হয়েছিল। এই সকল খাতের মধ্যে পুলিশ হলো দুর্নীতিতে প্রথম। বাংলাদেশে নাকি ২০০১-এর নভেম্বর থেকে ২০০২-এর মে পর্যন্ত পুলিশ ২৫ কোটি ডলার ঘুষ খেয়েছে। এর পরেই রয়েছে বিচার ব্যবস্থার নাম। বাংলাদেশের সরকারি হাসপাতালের রোগীদের অর্ধেকেরও বেশিকে ঘুষ দিতে হয়েছে। নিম্ন আদালতে ঘুষের পরিমাণ ১ হাজার কোটি টাকার উর্ধ্বে। জরিপকৃতদের মধ্যে শতকরা ৮৪ জন পুলিশের দুর্নীতি, ৭৫ জন নিম্ন আদালত এবং ৭৩ জন ভূমি প্রশাসনের দুর্নীতির কথা উল্লেখ করেছে।

কম্পিউটার ব্যবহার করলেই দুর্নীতি উঠে যাবে এমন নয়। যে ঘুষ খেতে পারে সে নদীর ঢেউ গুনেও ঘুষ আদায় করতে পারে। তবে কম্পিউটার পদ্ধতি চালু করে দুর্নীতি করাটাকে আমরা আরো কঠিন করতে পারি। আমাদের পুলিশ, কর বিভাগ, নিম্ন আদালত, স্বাস্থ্য, শিক্ষা যেখানে দুর্নীতি মহামারীর আকার ধারণ করে আছে, কম্পিউটার ব্যবস্থা সেখানে অনেক বেশি স্বচ্ছতা আনতে পারে, যার ফলে দুর্নীতি করাটা বেশ কঠিন হবে। স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বদলি-হয়রানি এগুলোর জন্য যদি নিয়ম অনুসরণ করা হয় এবং সেই নিয়ম যদি কম্পিউটার দিয়ে বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়াটা ততোটা সহজসাধ্য হবে না।

ভারতের মতো আমরাও কিছু পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করতে পারি। যেমন উপজেলা কিংবা ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রশাসনকে গতিশীল এবং স্বচ্ছ করার জন্য কম্পিউটারে প্রয়োজনীয় ড্যাটাবেজ সংরক্ষণ করে নাগরিকদের যেকোনো জিজ্ঞাসার দ্রুত উত্তর এবং জনগুরুত্বপূর্ণ যেকোনো তথ্য নোটিশ বোর্ডে গণমাধ্যমে প্রকাশ করে। এখনো লক্ষ্য আগে স্থির করতে হবে। কোনো প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য যেন ক্রয়ের পরে মুখ থুবড়ে না পড়ে। অনুরূপভাবে স্কুল-কলেজে হাজার হাজার কম্পিউটার সরবরাহ করার আগে যেন লক্ষ্য অর্জনের সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি। কম্পিউটারগুলো স্কুল-কলেজে পৌছার আগেই যেনো যথাযথ বিষয়ে শিক্ষককে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে করে যন্ত্রটির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হতে পারে।

মনে রাখতে হবে, বন্দুকের থেকে বন্দুক চালনাকারী অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আগে শিক্ষক তৈরি করতে হবে, তারপর আসবে যন্ত্র। দরিদ্র দেশের সীমিত সম্পদ যেন লক্ষ্যহীন ক্রয়েই শেষ হয়ে না যায়। আমাদের সীমিত সম্পদ যেন জাতীয় কল্যাণে সুষ্ঠুভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি।

ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ : অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।